শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের

অষ্টকালীয় বহিঃপূজা পদ্ধতি

শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী

শ্রীল প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ

কর্ত্তৃক সংকলিত।

সৎ-সেবক-আশ্রম

বৃন্দাবন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অষ্টকালীয় বহিঃপুজা পদ্ধতি

শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী
শ্রীল প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ
কর্ত্তৃক সংকলিত

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস কর্তৃক বৃন্দাবনস্থ
সং-সেবক-আশ্রম হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক :
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।
সৎ-সেবক-আশ্রম
রাণাপতি ঘাট, বৃন্দাবন, মথুরা-২৮১১২১

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস
রাণাপতিঘাট, বৃন্দাবন, মথুরা-২৮১১২১

২। শ্রীধর গ্রন্থাগার।
কামদেবপুর, মোল্লাহাট,
হাওড়া-৭১১৩১৪

প্রথম সংস্করণ—১০০০

প্রকাশন তিথি :
শ্রীশ্রী গৌরপঞ্চশত বার্ষিকী আবির্ভাব তিথি।
১২ই চৈত্র, ফাল্গুনি পূর্ণিমা।
১৩৯২, বুধবার

মুদ্রক :
দি বাণী প্রেস।
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সমর্পণ

যাঁর সাক্ষাৎ আদেশে, অন্তরে প্রেরণা বশে,
বহিঃপূজা পদ্ধতি পুস্তক।
সংকলনে যত্নবান্, হয়ে আনন্দিত মন,
তাঁর পদে রাখিয়ে মস্তক॥

তাঁরে শ্রেষ্ঠ পূজ্য মানি, বৈষ্ণব মুকুটমণি,
শ্রীঅদ্বৈত দাস নামধেয়।
সকলজন আদৃত, রসিক ভাবুক পণ্ডিত,
গিরিরাজ তটে নিবসয়॥

গৌর-গোবিন্দ সেবারীতি, বহিঃপূজা পদ্ধতি,
অষ্টকাল-কৃত্য ভক্তজন।
তাঁর কমল-শ্রীকরে, ভক্তিনম্র সহকারে,
অর্পিণু এ ক্ষুদ্র উপায়ন॥

(প্রিয়াচরণ)

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবা মহারাজ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীসাধনামৃত চন্দ্রিকায় অষ্টকালীয় সেবাপূজা অর্থাৎ নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও নক্তকৃত্য সমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যাহা করণীয়, তাহা বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বহিঃপূজা যাহাতে সংক্ষিপ্তভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পরমপূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজের এবং কালীয়দহ নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত পরমপূজ্য শ্রীল বিনোদবিহারী গোস্বামী-পাদের উপদেশে শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী পরমভাগবত ভজননিষ্ঠ পূজনীয় শ্রীল প্রিয়াচরণ দাস ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক সংকলিত "শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ অষ্টকালীয় বহিঃপূজা পদ্ধতি" পুস্তিকাটি রাগানুগা সাধক, বিরক্ত বৈষ্ণব ও গৃহী বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের বহিঃপূজা সহজবোধ্য ও সহায়ক হইবে। কলিকাতার শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামী কৃত 'সাধনামৃত' পদ্ধতি এবং আরও কয়েকখানি পদ্ধতি অবলম্বনে বিচার করিয়াই এই পুস্তিকাটি লিখিত হইয়াছে। শ্রীগোবর্দ্ধনের পণ্ডিতবাবার শিষ্যবৃন্দ এই পদ্ধতি লিখিয়া লইয়াছেন এবং তদনুসারে সেবাপূজা করিয়া থাকেন; এবং তাঁহার প্রিয় ও সুযোগ্য শিষ্য পূজ্যপাদ ডাঃ শ্রীযুক্ত অমর সেন মহাশয় আমাকে এই পদ্ধতিখানি ছাপাইবার জন্য বলেন। তাঁহারই প্রেরণায় এই পুস্তিকাটি মুদ্রিত হইল। যদি কোন ভুল ত্রুটি থাকে বিদ্বৎবৃন্দ নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব। অলমতি বিস্তরেণ।

নিবেদক—

প্রফুল্লকুমার দাস।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অষ্টকালীয় বহিঃপূজা পদ্ধতি

(নিশান্তকৃত্য)

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া গৌর গৌর-কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি ইষ্টনাম কীর্ত্তন করিবে। তৎপরে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করতঃ প্রণাম করিয়া পরে পৃথিবীকে প্রণাম করিবে। পরে বহির্দ্দেশে গমন করিয়া হস্তপদ ধৌত এবং দন্তধাবন করিবে। অনন্তর রাত্রিবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করতঃ গৃহমধ্যে শুদ্ধাসনে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্ব্বক নিশ্চল মনে শ্রীগুরুদেবের স্মরণ করিবে।

যথা যামলে—

কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥

তৎপরে শ্রীগুরু, পরমগুরু ইত্যাদি গুরুবর্গের, শ্রীরূপগোস্বামী-আদি গোস্বামীবর্গের, শ্রীধাম নবদ্বীপে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীললিতাদি সখিবৃন্দের, শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি মঞ্জরীবৃন্দের, এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রমপূর্ব্বক সকলের প্রণাম করতঃ শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নিশান্তলীলা স্মরণ করিবে। লীলাস্মরণানন্তর নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া পুনরায় সকলের প্রণাম করিবে। যথা—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্॥

সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য দেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদন্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

তৎপরে শৌচ, স্নান ; স্নানে অসমর্থ হইলে মন্ত্রস্নান করিবে ও তিলকাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিবে। পরে শ্রীগুরু চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের সেবার আজ্ঞা প্রার্থনা করতঃ শ্রীমন্দিরের দ্বার সমীপে গমন করিয়া তিনটি তালি দিয়া জোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

সোঽসাবদভ্র করুণো ভগবান বিবৃদ্ধঃ।
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্॥
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং।
মাধ্যাগিরাপনায়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥

অনন্তর শ্রীমন্দিরের দ্বার মোচন করিবে এবং চন্দন ঘর্ষন, পুষ্প তুলসী আদি পূজার দ্রব্য সজ্জিত করতঃ শুদ্ধাসনে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক সামান্য আচমন করিবে। যথা—কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ বলিয়া তিনবার আচমন করিবে। গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। অধোক্ষজায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। তৎপরে শঙ্খ, ঘণ্টা স্থাপন করতঃ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগুরুদেবের নিকট এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগুরুমঞ্জরীর নিকট শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের সেবা নিমিত্ত আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। যথা—

নবদ্বীপে—শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদ।
নবদ্বীপ পরানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।
শ্রীবৃন্দাবনে—শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপদ।
ব্রজানন্দ প্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়॥

তৎপরে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে জাগরণ মন্ত্র পাঠ করিবে।

যথা—উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সপার্ষদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থিয়মানেন চোত্থিতং ভুবনত্রয়ম্॥
গো-গোপ গোকুলানন্দ যশোদানন্দনন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে॥

তাহার পর ভক্তি ও বিনয় সহকারে শ্রীমূর্ত্তির চরণ স্পর্শ করিয়া সিংহাসনোপরি স্থাপন পূর্ব্বক নির্ম্মাল্য অপসারণ করতঃ ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে পাদ্য, আচমন, দন্তকাষ্ঠ ও পুনরাচমন দিয়া শ্রীমুখ ও কর-চরণ মুছাইয়া শ্রীচরণে সচন্দন তুলসী, পুষ্প অর্পণ পূর্ব্বক ধূপ প্রদান করিয়া বাল্যভোগ দিবে। পরে আচমন দিয়া তাম্বুল প্রদান করিবে। (শঙ্খ, ঘণ্টা স্থাপন মন্ত্র এবং পাদ্যাদি দিবার মন্ত্র প্রাতঃ পূজার মধ্যে দেখিয়া লইবে) পরে পুনরায় শয়ন দিয়া দ্বার বন্ধ করিবে। তৎপরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পুষ্প চয়ন এবং পরে তুলসী চয়ন করিবে।

। ইতি নিশান্তকৃত্য।

(প্রাতঃকৃত্য)

শ্রীমন্দিরের দ্বারে প্রণাম করিয়া পূর্ব্ববৎ 'সোঽসাবদভ্র' মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনটি তালি দিয়া দ্বার মোচন করিবে। পরে শুদ্ধাসনে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া শ্রীবিগ্রহকে নিজের বামদিকে অথবা সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিবে। পরে চন্দন ঘর্ষণ ও সেবার

দ্রব্যাদি সজ্জিত করিবে। যথা—বিগ্রহের সম্মুখে স্নানপাত্র, বামদিকে আচমন পাত্র, নিজের সম্মুখে বামদিকে ঘণ্টা, তৎপরে শঙ্খ, তৎপরে পঞ্চপাত্র, দক্ষিণদিকে পুষ্প, মাল্য, চন্দনপাত্র এবং নিজের দক্ষিণে পশ্চাদ্ভাগে হস্তধৌত পাত্র এবং আর আর পূজার দ্রব্যাদি নিজের সম্মুখে রাখিবে। পরে শঙ্খ স্থাপন করিবে। যথা—নিজের বামদিকে ভূমিতে জল দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহার উপর আধারের সহিত—"ওঁ নমঃ সুদর্শনায়াস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খ স্থাপন করিবে; এবং 'ওঁ সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খে জল ভরিবে। তৎপরে শঙ্খোপরি 'যং' বীজ ১০ বার এবং কামবীজ 'ক্লীঁ' ৮ বার জপ করিবে। চন্দন ও তুলসী দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রা ও অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে। তৎপরে চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষণ ও মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মূল মন্ত্র ৮ বার জপ করিবে। তৎপরে ঐ শঙ্খ জল তুলসীপত্র দ্বারা সমস্ত পূজার দ্রব্যে এবং নিজ মস্তকে সিঞ্চন করিবে। তৎপরে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নাঃ বিষ্ণুনা বিধৃত করে।
নমিত সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমস্তুতে॥

অনন্তর ঘণ্টা স্থাপন করিবে।

শঙ্খের বামদিকে আধারোপরি ঘণ্টা রাখিয়া "ওঁ জগধ্বনিত ভো মন্ত্রমাতঃ স্বাহা।" এই মন্ত্র দ্বারা গন্ধ পুষ্প প্রদান করিয়া ঘণ্টা পূজা করিবে। তদনন্তর শ্রীগুরুদেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহানের অধোদেশে বামপার্শ্বে ও শ্রীগুরুমঞ্জরীকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সিংহাসনের অধোদেশে বামপার্শ্বে আসেন উপবিষ্ট আছেন ভাবিয়া তাঁহাদের ধ্যান

করতঃ নিম্নোক্ত প্রকারে পূজা করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য দুইবার দুইমন্ত্রে অর্পণ করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং (জল) শ্রীগুরবে নমঃ।
" " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
ইদং আচমনীয়ং " " গুরবে নমঃ।
" " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
এতৎ প্রোঞ্ছন বস্ত্রং (সাফি) শ্রীগুরবে নমঃ।
" " " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
স্নানীয়জলং (জল) " গুরবে নমঃ।
" " " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
" গাত্র প্রোঞ্ছনবস্ত্রং (মনে মনে গাত্র মুছাইবে) শ্রীগুরবে নমঃ।
" " " " " " " " শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
ইদং পরিধেয় বস্ত্রং (মনে মনে পরাইবে) শ্রীগুরবে নমঃ।
" " " " " " শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
এতৎ উত্তরীয়কং " " " " গুরবে নমঃ।
" " " " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।
ইদং আসনং (আসন দিবে) " গুরবে নমঃ।
" " " " " " গুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।

এই পর্য্যন্ত পূজা করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট ও শ্রীগুরুমঞ্জরীর নিকট নিশান্তকৃত্যের ন্যায় শ্রীগৌর গোবিন্দের সেবা প্রার্থনা করিবে। তৎপরে পূজা শেষে প্রসাদী দ্রব্যে পূজা করিবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ঠাকুর জাগাইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে পূজা

করিবে। এবং প্রত্যেক দ্রব্য ৪ বার ৪ মন্ত্রে অর্পণ করিবে। যথা—
প্রথম বারে—

এতৎ পাদ্যং (শঙ্খজল শ্রীচরনে) ক্লীঁ শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ।
,, ,, ,, ,, ক্লীঁ নিত্যানন্দায় নমঃ।
,, ,, ,, ,, ক্লীঁ অদ্বৈতায় নমঃ।
,, ,, ,, ,, ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ।

ইদং আচমনীয়ং (শঙ্খজল) উক্তপ্রকার চারিবার চারিমন্ত্রে অর্পণ করিবে
এতৎ প্রোঞ্ছন বস্ত্রং সাফি ,, ,, ,, ,, ,, ,,
,, দন্তকাষ্ঠং (দন্তকাষ্ঠ) ,, ,, ,, ,, ,, ,,
ইদংপুনরাচমনীয়ং(শঙ্খজল) ,, ,, ,, ,, ,, ,,
এতৎ প্রোঞ্ছন বস্ত্রং (সাফি) ,, ,, ,, ,, ,, ,,

এই পর্য্যন্ত তিন প্রভুর এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া দ্বিতীয় বারে শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীরাধিকা-ললিতাদি সখিবৃন্দের ঐরূপ পূজা করিবে। প্রত্যেকটি দ্রব্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্পণ করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং (শঙ্খজল) শ্রীগদাধরায় নমঃ।
,, ,, ,, ,, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।
,, ,, ,, ,, রাধিকায়ৈ নমঃ।
,, ,, ,, ,, ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ।

উক্ত প্রকারে আচমন দন্তকাষ্ঠাদি উক্ত মন্ত্রে প্রদান করিবে।

তৎপরে শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গকে, শ্রীগুরুবর্গকে এবং শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গকে ও গুরুমঞ্জরীবর্গকে উক্তপ্রকার প্রত্যেকটি দ্রব্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্পণ করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং (জল) শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ
" " " " গুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " " রূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " " গুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।

উক্ত প্রকারে দন্তকাষ্ঠ, পুনরাচমনীয় ও প্রোঞ্ছনাদির পর শ্রীবিগ্রহগণের স্নানের আয়োজন করিবে। স্নানপাত্র এবং আচমন পাত্র পৃথক পৃথক করিতে হইবে।

স্নানপাত্রে চন্দনের দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া কর্ণিকায় ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে 'ক্লীঁ" বীজ লিখিয়া তাহার উপর চারটি তুলসীদল দিয়া চারটি আসন করিবে; এবং তদুপরি মূর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া সুগন্ধি তৈল কিংবা গব্যঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইবে। স্নানের মন্ত্র যথা—

যৎ পাদশৌচতোয়েন যদ্দাসপাদবারিনা।
পবিত্রং অখিলং বিশ্বং স ত্বং শ্রীরাধয়াসহ॥
নিমগ্নোঽপি মহানন্দবারিধৌ করুণার্ণব।
স্নানায় ভব গোবিন্দ ভক্তবাঞ্ছাভিপূরক॥

শ্রীবিগ্রহ, শালগ্রাম, গোপাল, গিরিধারী, গোমতীচক্র, নামব্রহ্ম ইত্যাদি স্নান করাইবে। চিত্রপট সকলকে মনে মনে স্নান করাইয়া আর্দ্র-শুষ্কবস্ত্রে মুছাইয়া দিবে। তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের স্নানপাত্র এবং ভক্তবৃন্দের ও ললিতাদি সখিবৃন্দের স্নান পাত্র পৃথক হইবে। নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে শঙ্খজল দ্বারা স্নান করাইবে।

১ম বারে-এতৎ (সুবাসিত জল) স্নানীয় জলং ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ।
" " " " " নিত্যানন্দায় নমঃ।
" " " " " অদ্বৈতায় নমঃ।
" " " " " কৃষ্ণায় নমঃ।
২য় বারে " " " " শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।
" " " " শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ।
৩য় বারে " " " শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " শ্রীগুরু মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।

তৎপরে শ্রীমূর্ত্তি সকলের এবং চিত্রপট সকলের শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া পরিধেয় বস্ত্র তিলক অলঙ্কারাদি পরাইবে। যথা—

এতৎ গাত্র প্রোঞ্ছন বস্ত্রং (সাফি) উপরোক্ত মন্ত্রসকল দ্বারা অর্পণ করিবে। ইদং পরিধেয় বস্ত্রং (কাপড়)

এতৎ উত্তরীয়কং (চাদর বা পটকা)

ইদং উর্দ্ধপুণ্ড্রং (তিলক)

এতৎ আভরণং (অলঙ্কার)

প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর, তৎপরে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, তৎপরে

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। যথা।

এতৎ পাদ্যং (জল) ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ।
" প্রোঞ্ছন বস্ত্রং (সাফি) " " " "
এতে গন্ধপুষ্পে (ফুল) " " " "
ইদং পুষ্পমাল্যং (ফুলমালা) " " "

এতৎ সচন্দন তুলসীদলং (অষ্টদল) ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজার ন্যায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পূজা করিবে। তাহার পর শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর পূজা এবং তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য অর্পণের সময় নিজ নিজ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা এতৎ পাদ্যং ক্লীঁ নিত্যানন্দায় নমঃ। এতৎ পাদ্য ক্লীঁ অদ্বৈতায় নমঃ। এতৎ পাদ্যং ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

পূজা শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী চন্দন, মাল্য দ্বারা শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী চন্দন মাল্যাদি দ্বারা শ্রীরাধিকা-ললিতাদি সখিবৃন্দের পূজা করিবে। প্রসাদী চন্দন, মাল্য, তুলসী ইত্যাদি হস্তে ও মস্তকে দিবে—চরণে দিবে না। যথা—

এতৎ পাদ্যং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ।
" প্রোঞ্ছন বস্ত্রং " " " "
" গৌরপ্রসাদী গন্ধ চন্দনং" " " (কপালে)
ইদং " পুষ্পমাল্যং " " " (গলায়)
এতৎ " তুলসীদলং " " " (হস্তে)

এই ভাবে পূজা করিবে।

এতৎ পাদ্যং শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ
" প্রোঞ্ছনবস্ত্রং " " " "
এতৎ কৃষ্ণপ্রসাদী গন্ধ চন্দনং " " " (কপালে)
ইদং " পুষ্পমাল্যং" " " (গলায়)
এতৎ " তুলসীদলং" " " (হস্তে)

তৎপরে শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের প্রসাদী দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামী-আদির ও শ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীরাধিকাদির প্রসাদী দ্বারা শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির ও শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গের পূজা করিবে। যথা—

এতৎ প্রসাদী মাল্যমিত্যাদি শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামী-বর্গেভ্যোনমঃ।
" " " শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ প্রসাদী মাল্যমিত্যাদি শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী বর্গেভ্যো নমঃ।
" " " শ্রীগুরু মঞ্জরী বর্গেভ্যো নম ঃ।

শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদির ন্যায় এবং শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দের ন্যায় সকল দ্রব্য দিয়া পূজা করিবে। সকলের পূজা শেষে শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীগুরু মঞ্জরীর পূজা করিবে। যথা—এতৎ প্রসাদী মাল্যমিত্যাদি শ্রীগুরবে নমঃ। এতৎ প্রসাদী মাল্যমিত্যাদি শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।

পরে ধূপ দিয়া ভোগ লাগাইবে। পিতলের পাত্রে ধূপ জ্বালাইয়া এতৎ তুলসী পত্রং ওঁ ধূপায় নমঃ বলিয়া তুলসী দিবে। ধূপদানিতে কিঞ্চিৎ জল দিবে এবং অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া ধূপ নিবেদন করিবে। ইমং ধূপং গৌর গোবিন্দায় নমঃ। পরে মন্ত্র বলিবে।

যথা—বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ-উত্তমঃ।

আঘ্রেয় সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

পরে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে আরতি করিবে।

ইমং ধূপং শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ। ইমং ধূপং শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ।

" " " অদ্বৈতায় নমঃ। " " " কৃষ্ণায় নমঃ।

পরে ঐ প্রসাদী ধূপ সকলকে অর্পণ করিবে।

ইমং প্রসাদী ধূপং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নম ঃ।

" " " " রাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নম ঃ।

" " " " রূপ গোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।

" " " " গুরুবর্গেভ্যো নমঃ।

" " " " রূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।

" " " " গুরু মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ

" " " " গুরবে নমঃ, শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ।

পরে বাল্যভোগ লাগাইবে। *

শ্রীনবদ্বীপে তিনপ্রভুর এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইবে। শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে ৪টি আসন দিয়া আসনের অগ্রে জল দিয়া চতুষ্কোণ

---

* একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতের দিনে প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর, শ্রীশ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোগের পর দ্বিতীয়বারে শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের, শ্রীমদ্ গোস্বামীবর্গের, শ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীগুরুদেবের ভোগ লাগিবে না। ব্রতের দিন সকলেই নিরম্বু উপবাসে থাকেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা, ললিতাদি সখীবৃন্দ, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গ, শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গ এবং শ্রীগুরুমঞ্জরীর যথাক্রমে ভোগ লাগিবে।

অঙ্কন করতঃ তাহার উপর নৈবেদ্যের পাত্র, পানীয় জলপাত্রসহ স্থাপন করিবে। তৎপরে শঙ্খজলে যং বায়ু বীজ দশবার জপ করিয়া ঐ জল তুলসীদল দ্বারা নৈবেদ্যের উপর সিঞ্চন করতঃ দোষ রহিত এবং নৈবেদ্যের উপর 'রং' বহ্নিবীজ ১০ বার জপ করতঃ নৈবেদ্যের শুষ্কতা দোষ দগ্ধ করিয়া তদুপরি 'বং' অমৃত বীজ ১০ বার জপ করিয়া অমৃতময় করতঃ পুনরায় ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতক্ষরণ হইতেছে চিন্তা করিবে। অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন ও চক্রমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য সংরক্ষণ করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যের উপর তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র ১০ বার করিয়া জপ করিবে। তৎপরে আচমন দিয়া প্রোঞ্ছন বস্ত্র দ্বারা মুখ মুছাইয়া নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। যথা—

এতৎ আচমনীয়ং (শঙ্খজল) ক্লীঁ শ্রীঁ গৌরাঙ্গায় নমঃ।
" " " ক্লীঁ নিত্যানন্দায় নমঃ।
" " " ক্লীঁ অদ্বৈতায়···,,
" " " ,, কৃষ্ণায়···,,
" প্রোঞ্ছন বস্ত্রং (সাফি) উক্তপ্রকার চারিমন্ত্রে।
" নৈবেদ্যং (বাল্যভোগ) ,, ,, ,

তৎপরে অমৃতপ্রস্তরণমসী স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া জলগণ্ডুষ প্রদান করতঃ প্রানাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। যথা—
প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা। পরে ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে, এবং দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিবে। তদনন্তর আসনে বসিয়া হরিনাম মহামন্ত্র এবং তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র ১০ বার করিয়া জপ করিবে ও

ভোজন চিন্তা করিবে। শেষে ভোজনের বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিবে। যথা—

দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে।
ব্রজগবাং দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটমুষ্টৌ মুররিপো।
যশোদায়াস্তন্যে ব্রজযুবতিদত্তে মধুনি তে;
ক্ষীরে শ্যামলায়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রানিতে ফানিতে;
দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমভয়া লম্ভিতে।
তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণা রাধানিদেশান্বয়া নস্তেঽস্মিন্।
পুরতোঽস্ত্বিহাপি ভগবন্ রস্যোপহারে রতিঃ ॥

অনন্তর ভোজন সমাপ্তি চিন্তা করিয়া তিনবার করতালি দিয়া দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে। অমৃতপিধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া পুনরায় জলগণ্ডুষ প্রদান করিবে, এবং আচমন দিয়া তাম্বুল দিবে। যথা—

ইদং আচমনীয়ং তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রে দিবে।
এতৎ প্রোঞ্ছনবস্ত্রং ,, ,, ,, ,, ,,
এতৎ তাম্বুলং ,, ,, ,, ,, ,,

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদিভক্ত বৃন্দকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দকে অর্পণ করিবে। যথা—

ইদং আচমনীয়ং শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ
এতৎ প্রোঞ্ছন বস্ত্রং ,, ,, ,, ,,
,,শ্রীগৌরপ্রসাদী নৈবেদ্যং,, ,, ,, ,,
ইদং আচমনীয়ং শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দেভ্যো নমঃ।
এতৎ প্রোঞ্ছন বস্ত্রং ,, ,, ,, ,,
,, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী নৈবেদ্যং ,, ,, ,, ,,

বাহিরে আসিয়া সকলের ভোজন চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রজপ করিবে। পরে করতালি বাদন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে; এবং আচমন দিয়া প্রসাদী তাম্বুল অর্পণ করিবে।

অনন্তর গৌরভক্তবৃন্দের প্রসাদী শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামী-বর্গকে ও শ্রীগুরুবর্গকে এবং শ্রীরাধিকার প্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি মঞ্জরীবর্গকে এবং শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গকে প্রদান করিবে। যথা—

ইদং আচমনীয়ং শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " গুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " রূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " গুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ প্রোঞ্ছনবস্ত্রং " রূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " গুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " রূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " গুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
এতৎ প্রসাদী নৈবেদ্যং শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " রূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।
" " " গুরুমঞ্জরীবর্গেভ্যো নমঃ।

পূর্ব্বের ন্যায় আচমনাদি দিবে। পরে শ্রীগুরুবর্গের প্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীগুরুদেবকে এবং শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গের প্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীগুরুমঞ্জরীকে অর্পণ করিবে। পরে আমচন ও প্রসাদী তাম্বুল দিয়া শৃঙ্গার আরতি করিবে।

যথা—"আদৌ চতুষ্পাদতলৈকদেশে দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং সর্ব্বাঙ্গদেশেষুচ সপ্তবারান্ আরাত্রিক ভক্তজন প্রকুর্য্যাৎ।" এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার ইত্যাদি বিজোড়সংখ্যক গব্যঘৃতসিক্ত বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে "এতৎ তুলসীপত্রং ওঁ দীপায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা তুলসী ও পুষ্প প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ জল দিবে। পরে অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া ঐ দীপ নিবেদন করিবে। যথা-ইমং দীপং শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ, শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ,
শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। তৎপরে—

মঙ্গলার্থ মহারাজ নীরাজনং ততো হরে।
সংগৃহাণ জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র নমস্তুতে॥
সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তর্জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দক্ষিণপদ আসনে এবং বামপদ ভূমিতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে ঐ দীপাবলী শ্রীমূর্ত্তির নয়ন পর্যন্ত উঠাইয়া পুনরায় শ্রীচরণ সমীপে আনিয়া শ্রীচরণ লক্ষ্যে চারিবার, নাভি দেশে দুইবার মুখমণ্ডলে একবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার ভ্রমণ করাইয়া আরতি করিবে। পরে ঐ দীপ ঘণ্টাস্থিত গরুড়কে তিনবার, তুলসীকে তিনবার এবং দর্শকবৃন্দকে একবার দেখাইবে। পরে সজল শঙ্খ শ্রীমূর্ত্তির মস্তক লক্ষ্যে অষ্টবার ভ্রমণ করাইয়া আরতি করিবে। বস্ত্র-খণ্ড অষ্টবার ঘুরাইয়া আরতি করিবে। গ্রীষ্মকালে চামর ব্যজন করিবে। শ্রীচরণে তুলসী, পুষ্প অর্পণ করিয়া আরতি শেষ করিবে।

যথা—এতৎ পুষ্পাঞ্জলিং (তুলসী ও পুষ্প) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ
" " " নিত্যানন্দায় "
" " " অদ্বৈতায় "
" " " কৃষ্ণায় "

শঙ্খজল কিঞ্চিৎ গরুড়কে, তুলসীতে এবং অবশিষ্ট দর্শকবৃন্দের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া শেষে নিজ মস্তকে দিবে। পরে নাম মালায় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে প্রাতঃকালোচিত লীলাস্মরণ করিবে। পরে তুলসীতে জল দিয়া প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

ইতি প্রাতঃকৃত্য।

(পূর্ব্বাহ্নকৃত্য)

নিয়মিত স্তবস্তুতি পাঠ, আহ্নিক, কীর্ত্তন এবং শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পূর্ব্বাহ্নলীলা স্মরণ করতঃ রাজভোগের আয়োজন করিবে। রন্ধনের পূর্ব্বে শ্রীরাধারানীর নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—

আগচ্ছাগচ্ছ লক্ষ্মীশে ! বৃন্দাবনেশ্বরি।
কৃষ্ণার্থং ক্রিয়তাং পাকং সুস্বাদ্বন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি ! তদন্নং দেবদুর্ল্লভম্ !
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুষ্করং পরম্ ॥

ইতি পুর্ব্বাহ্নকৃত্য।

—

(মধ্যাহ্নকৃত্য)

রন্ধনাদির পর ভোগ লাগাইবে। ভোগ লাগাইবার ক্রম শৃঙ্গার ভোগের ন্যায় হইবে। রাজভোগের আরতি পদ কীর্ত্তন করিবে।

ভোগ অর্পণের পর বাহিরে আসিয়া আসনে বসিয়া অন্ততঃ ১০৮ বার তিন প্রভুর এবং শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভোজন চিন্তা করিবে। শৃঙ্গার ভোগের ন্যায় বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিবে। অনন্তর ভোজন সমাপ্তি চিন্তা করিবে। পরে তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণের আচমন দিয়া তাম্বুল অর্পণ করিবে। অনন্তর শৃঙ্গার ভোগের ন্যায় ক্রমপূর্ব্বক তিন প্রভুর প্রসাদী শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখিবৃন্দকে অর্পণ করিবে। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে শ্রীরূপগোস্বামী আদি গোস্বামীবর্গকে, শ্রীগুরুবর্গকে এবং শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরীবর্গকে, শ্রীগুরুমঞ্জরীবর্গকে দিবে। সর্ব্বশেষ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুমঞ্জরীকে ভোগ লাগাইবে এবং ইহাঁদেরও সাধ্যমত মন্ত্রজপ করিয়া ভোজন চিন্তা করিবে। পরে রাজভোগ আরতি করিয়া শয়ন দিবে। শয়ন মন্ত্র যথা—

আয়তাভ্যাং বিশালাভ্যাং শীতলাভ্যাং কৃপানিধে।
করুনাপূর্ণনেত্রাভ্যাং নিদ্রাং কুরু জগৎপতে ॥
গোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্বতাং।
রাধয়া পুষ্পশয্যায়াং দাসীগণ নিষেবিতঃ ॥

তৎপরে মণিমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিবে এবং বাহিরে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। পরে নাম মালায় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে মধ্যাহ্ন কালোচিত লীলাস্মরণ করিবে। পূর্ব্ববৎ তুলসী পরিক্রমা, দণ্ডবৎ প্রণাম ইত্যাদি করিয়া চরণামৃত পান ও প্রসাদ সেবন করিবে।

। ইতি মধ্যাহ্নকৃত্য।

(অপরাহ্নকৃত্য)

অপরাহ্নে শৌচ, স্নানাদি করিয়া ঠাকুর জাগাইবে এবং পূর্ব্বানুসারে আচমন দিয়া ধূপ দিবে। পূর্ব্ব ক্রমানুসারে বাল্যভোগ লাগাইবে। এই সময় সংখ্যা নিবদ্ধ হরিনাম গ্রহণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ ইত্যাদি করিবে এবং অপরাহ্ন কালোচিত লীলা স্মরণ করিবে। । ইতি অপরাহ্নকৃত্য।

(সায়ংকৃত্য)

সায়ংকালে শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক করিয়া সন্ধ্যা আরতি পদ কীর্ত্তন করিবে এবং শ্রীহরিনাম করিতে করিতে সায়ংকালোচিত লীলাস্মরণ করিবে। । ইতি সায়ংকৃত্য।

(প্রদোষকৃত্য)

পূর্ব্বানুসারে রাত্রিকালের ভোগ লাগাইবে। পরে ঠাকুরের শয়ন দিয়া প্রণাম প্রার্থনাদি করতঃ মন্দির বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিবে এবং শ্রীহরিনাম করিতে করিতে প্রদোষকালোচিত লীলাস্মরণ করিবে।

। ইতি প্রদোষকৃত্য।

(নক্তকৃত্য)

শ্রীবিগ্রহকে শয়ন দিবার পরে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি পাঠ করিবে। বিহগড়া কীর্ত্তন করতঃ হরিনাম জপ করিতে করিতে নক্তলীলা স্মরণ করিবে। পরে ভোজনাদি করিয়া শয়ন করিতে করিতে লালসাময় পদ্য সকল পাঠ করিবে।

। ইতি নক্তকৃত্য।

মন্ত্রস্নান

যথা—ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্ন সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেনেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধ্যন্তুমৈনসঃ॥ ২
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তান উর্জ্জেদধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৪
ওঁ তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫
ওঁ ধাতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাৎ তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৬

সমাপ্ত

কয়েকটি মুদ্রা

১। অঙ্কুশমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে বিনিঃসৃত মধ্যমাঙ্গুলী জলস্পর্শার্থ সরলভাবে ও তর্জ্জনী ঈষৎ বক্রভাবে রাখিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হয়। জলশুদ্ধিতে তীর্থাবাহন কার্য্যে এই মুদ্রা ব্যবহার হয়।

২। অবগুণ্ঠনমুদ্রা—মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের তর্জ্জনীকে মুষ্টি হইতে বাহির করিয়া অধোমুখে সরলভাবে স্থাপন করিলেই উক্ত মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা মুর্ত্তির চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে দেখাইলেই তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ-ঘনত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।

৩। গ্রাসমুদ্রা—বামহস্তের পাঁচটি আঙ্গুল চিং ও ঈষৎ বক্র করিয়া রাখিলেই গ্রাসমুদ্রা হয়। নৈবেদ্য অর্পণকালে প্রথমে গ্রাস মুদ্রা করিয়া রাখিয়া পরে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইতে হয়।

৪। চক্রমুদ্রা—কনিষ্ঠাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরস্পরাভিমুখীন করিয়া অপর অঙ্গুলিগুলিকে চক্রাকারে প্রসারণ করিলেই চক্রমুদ্রা হইবে। পূজাতেই এই মুদ্রা ব্যবহার হয়।

৫। ধেনুমুদ্রা—প্রথমতঃ অঙ্গুলিসকলকে পরস্পরাভিমুখ করিয়া পরে দক্ষিণতর্জ্জনী বাম মধ্যমাতে ও বামতর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে এবং বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামিকাতে সংযোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা অমৃতীকরণে ব্যবহার হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অবরোধের নাম অমৃতীকরণ।

৬। প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা—(১) তর্জ্জনী, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার যোগে প্রাণমুদ্রা হয়। (২) মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে অপানমুদ্রা হয়। (৩) পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগের যোগে সমানমুদ্রা হয়। (৪) অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা, কনিষ্ঠা ও মধ্যমার যোগে উদানমুদ্রা হয়। (৫) কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে ব্যানমুদ্রা হয়।

৭। মৎস্য মুদ্রা—অধোমুখ দক্ষিণ করের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল স্থাপন পূর্ব্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ মৎস্যের ডানার ন্যায় উভয় পার্শ্বে চালনা করিলেই মৎস্য মুদ্রা হয়।